লিঙ্গ অসংবেদনশীল শব্দের ব্যবহার এড়াতে সচেতনতাই যথেষ্ট

মানুষে-মানুষে যোগাযোগের প্রধান বাহন হলো ভাষা। ভাষার প্রচলন মানব ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বর্তমান সভ্যতায় ভাষাবিবর্জিত একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন মানবসমাজ কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রচলিত ভাষার সবটাই সচেতনভাবে সমর্থন ও গ্রহণ করা যায় না। সচেতন ব্যক্তিমাত্র জানেন, দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষা নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সমান মর্যাদার চোখে দেখে না। ব্যবহার্য ভাষা, তা সে মৌখিক বা লৈখিক যাই হোক, তার অভ্যন্তরে একটা লৈঙ্গিক রাজনীতি ক্রিয়াশীল, আধিপত্যশীল পুরুষতন্ত্র যে রাজনীতির ধারক ও বাহক। জেনে ও না জেনে, বলায় ও লেখায়, লিঙ্গ অসংবেদনশীল শব্দ প্রয়োগ করে আমরা ওই পুরুষতান্ত্রিক আদর্শেরই চর্চা করি, তার বিস্তার ঘটাই ও ভিত্তি দেই। এটা যে কেবল পুরুষরাই করে তা নয়, করে আমাদের নারীরাও।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলাও এই লৈঙ্গিক রাজনীতির আওতার বাইরের কোনো বিষয় নয়। বাংলা ভাষার মৌখিক ও লৈখিক শব্দভাণ্ডার অজস্র জেন্ডার অসংবেদনশীল শব্দে ঠাসা, যেগুলো প্রধানত নারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে ও অবদমিত করে রাখতে। এই শব্দগুলো নারীকে মানসিকভাবে নির্যাতন করবারও একটি বড়ো হাতিয়ার। এর ভিতর দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য বিস্তারেরই এক ধরনের চর্চা হয়। ভাষা যেহেতু যোগাযোগ স্থাপন করে, ফলে তা দ্রুতই অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, নির্মিত হয়ে চলে নারীবিদ্বেষী ভাষিক স্টেরিওটাইপ বা গৎবাঁধা ধারণা। চরিতার্থ হয় পুরুষতান্ত্রিক অহিত বাসনা।

বাংলা ভাষায় নারীকে আক্রমণ করবার জন্য পুরুষতন্ত্র গালিশব্দের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে; যেমন 'ঘুস্‌কি', 'খেঁদি', ইত্যাদি। নতুন নতুন শব্দ সন্নিবেশিত হয়ে এই শব্দভাণ্ডার প্রতিনিয়ত প্রসারিত হয়ে চলেছে। এসব গালিশব্দের প্রধান ব্যবহারকারী নিরক্ষর মানুষ হলেও শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এর ব্যবহার দুর্লক্ষ্য নয়। 'বেশ্যা' শব্দটার কথাই ধরা যাক, যেটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষই প্রয়োগ করে। বাংলা ভাষায় এ শব্দটির কোনো পুরুষবাচক প্রতিশব্দই নেই। কোনো নারীর ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ করে এর ব্যবহারকারী সমাজে তার উঁচু মাথা নিমেষে নিচু করে দেবার প্রয়াস করে।

পুরুষতন্ত্র নারীর কাছে 'সতীত্ব' বা 'কুমারীত্ব' আশা করে, কিন্তু পুরুষের কাছে এরকম কিছু আশা করবার নমুনা আমাদের শব্দভাণ্ডারে নেই। অপঘটনার বর্ণনায় আমরা হামেশা বলি ও লিখি 'নারী কেলেঙ্কারি', 'নারী বা মেয়েঘটিত ব্যাপার', কিন্তু এসব ঘটনার ক্রীড়নক হিসেবে পুরুষই কলকাঠি নাড়লেও একে 'পুরুষ কেলেঙ্কারি' বা 'পুরুষঘটিত' বলবার রেওয়াজ নেই। বংশপরম্পরা বোঝাতে এখানে 'পুরুষানুক্রম' ও 'পুরুষপরম্পরা' এবং বংশের আদিসূত্র বোঝাতে 'পূর্বপুরুষ'ই বলতে হয়, নারীর গর্ভবাহিত হয়ে প্রজন্ম রক্ষা পেলেও এক্ষেত্রে 'পূর্বনারী' শব্দটি অপ্রচলিত।

ভাষার এসব প্রয়োগ স্পষ্টতই বৈষম্যমূলক। গ্রাম-শহর উভয় স্থানে এরকম প্রয়োগ দেখা ও শোনা যায় আড্ডা-আলাপ, ঝগড়া-তর্ক, হাট-ঘাট, সভা-সমিতি, পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, আদালত, সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্রসহ সর্বত্র। আমরা একটু সচেতন হলেই ভাষার এরূপ বৈষম্যমূলক প্রয়োগ এড়াতে পারি। ভূমিকা রাখতে পারি লিঙ্গ সমতাপূর্ণ একটি সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলন ও অভিযাত্রায়।